কৃষি ও স্বাস্থ্য বার্তা

উপকূলীয় সমন্বিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি প্রকল্পের মাসিক বুলেটিন

১০তম বর্ষ,
৬১তম সংখ্যা
মার্চ, ২০২৩

উপকূলীয় সমন্বিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি (সাইটেপ) ২০০৩ সাল থেকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে উপকারভোগীদের Poultry and Livestock খাতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতারা সাধারণত কৃষি কাজ ও গবাদি পশু-পাখি পালনের সাথে সম্পৃক্ত। উপকারভোগীরা ঋণের বড় একটি অংশ (৭০%) বিনিয়োগ করেন কৃষি ও গবাদি পশু-পাখি পালন খাতে। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গবাদি পশু-পাখি রক্ষা এবং জাত উন্নয়নের জন্য কোস্ট ফাউন্ডেশন মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের গবাদি পশু-পাখি বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান, উপকরন সহায়তা, টিকা কার্যক্রম, কৃমিনাশক সেবন ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে।

একটি ছাগল থেকে দুই বছরে ২০টি ছাগল।।

কুতুবদিয়ার আলি আকবর ডেইলের কিরনপাড়ার রেহানার ছাগলের খামার

কুতুবদিয়া উপজেলার আলিআকবর ডেইল ইউনিয়নের কিরনপাড়া গ্রামের রেহেনা বেগম অভাব দারিদ্রতা তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি পরিশ্রম দিয়ে দারিদ্রতাকে জয় করেছে। ছাগল পালন করে অল্প সময়ে জীবনে সাফল্যর মুখ দেখেছে। কিরন পাড়া বেড়িবাধের উপর তার বসবাস সাগরে তাদের সব জমিজমা বিলিন হয়ে গেছে। স্বামী আলতাপ হোসেন পেশায় দিনমুজুর সাগরে মাছ ধরে তাদের সংসার চলে। তিন ছেলে মেয়ে নিয়ে চরম দারিদ্রের মধ্যে দিন যাচ্ছিল তার কোস্ট কুতুবদিয়া শাখার সুচনা সমিতি থেকে ২৫০০০ টাকা ঋণ নিয়ে সেখান থেকে কিছু টাকা দিয়ে একটি ছাগল ক্রয় করেন। বড় আশা নিয়ে নিয়ে ছাগলকে পরম মমতায় লালন পালন করেন। টেকনিক্যাল অফিসারের পরামর্শে ছাগলকে নিয়মিত কৃমিনাশক খাওয়ান সুষম খাবার প্রদান করে ছয় মাস পর ছাগলের ৩ টি বাচ্চা দেয় মোট ৪ টি ছাগল থেকে ২ বছর মধ্যে ২০ টি ছাগলের মালিক হয় রেহেনা বেগম। ১৫ টি ছাগল বিক্রি করেছেন যার মূল্য এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা। রেহানার স্বামী ছাগল বিক্রির টাকা নিয়ে নতুন ব্যবসা শুরু করেন। সাগর থেকে কাঁচা মাছ সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে শুটকি তৈরী করে বাজারে ভাল দামে বিক্রি করেন। ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া করিয়েছেন এখন তিনি আগের চেয়ে ভাল আছেন হয়েছেন স্বাবলম্বী। ভবিষ্যতে তার ছাগলের খামার বড় করার পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম

দ্বীপের গল্প!

৯১ সালের ঘুর্ণিঝড়ের আঘাতের ক্ষত নিয়ে বয়ে বেড়ানো নুরুল আলমের সু-চিকিৎসা।

কুতুবদিয়ার মুরালিয়ায় নুরুল আলকমে চিকিৎসাপত্র দিচ্ছে কোস্ট প্যারামেডিক্যাল কর্মী অমর চাকমা।

কুতুবদিয়ায় ১৯৯১ সালে আঘাত হানে প্রলয়ংকারী ঘুর্ণিঝড়। সলিল সমাধি ঘটে অনেক লোকের। বেঁচে যাওয়া অনেকেই পঙ্গুত্ব জীবন নিয়ে বেচেঁ আছেন। উপজেলার মুরালিয়ার নুরুল আলম সে সময়ে পায়ে আঘাত পান। তখন অসুধ সেবন করে ভাল হলেও কয়েক মাস থেকে ক্ষত স্থানটি ইনফেকশন হয়ে ঘা হয়ে পঁচন ধরে। উঠান বৈঠকে আলোচনায় নুরুল আলম পরামর্শ চান কোস্ট ফাউন্ডেশনের প্যারামেডিক্যাল কর্মীর। পরামর্শ মোতাবেক নিয়মিত ড্রেসিং ও ঔষধ সেবনে ক্ষত স্থান শুকায় বর্তমানে তিনি সুস্থ আছেন এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন।

প্রকল্পের সহকর্মীবৃন্দের পাঠানো তথ্য ও ছবির ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

সার্বিক যোগাযোগের ফোনঃ ০১৭১৩৩৬৭৪১, ইমেইল mizan@coastbd.net